কলকাতা উচ্চ আদালতে

সাংবিধানিক রিট বিচারক্ষেত্র

আপিল বিভাগ

বর্তমানঃ

মাননীয় বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত

২০২২ সালের ডব্লিউ. পি. এ ১৯০৬৩

উসফ বিশ্বাস

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্য।

আবেদনকারীর জন্যঃ শ্রী টি. হোসেন

আইনজীবী

রাজ্যের পক্ষে ঃ শ্রী সিরসান্যা বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রী আরকা কুমার নাগ

আইনজীবী

৫ নং উত্তরদাতার পক্ষেঃ শ্রী দেবজ্যোতি বসু

আইনজীবী

শেষ পর্যন্ত শুনলেন ১৮.০৫.২০২৩

রায় ১৬.১১.২০২৩

বিচারপতি, জয় সেনগুপ্তঃ

১. এটি ভারতের সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে একটি আবেদন,অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, ডেপুটি ডিরেক্টর (লাইসেন্স), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, খাদ্য ও সরবরাহ দ্বারা জারি করা ১০.০৬.২০২২ তারিখের তথাকথিত মেমো নং ২০৬৩ কার্যকর না করার জন্য বিভাগ এবং ২০৬০৩/এফ এম আর /১৩এল -৩৪/১৪ (অংশ) তারিখের মেমো বাতিল করতে ১০.০৬.২০২২ তারিখে উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষের কাছে নির্দেশের জন্য প্রার্থনা করেছে।

২. আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান আইনজীবী নিম্নরূপ জমা দিয়েছেন। আবেদনকারী মেমো নং.২০৬৩ তারিখের ১০.০৬.২০২২-এর মাধ্যমে কথিত আদেশকে চ্যালেঞ্জ করেছেন, যেখানে উপ-পরিচালক (লাইসেন্স) জানিয়েছেন যে ডিরেক্টর ডিডিপিএন্ডএস গ্রামে সহানুভূতির ভিত্তিতে এফপিএস ব্যবসায়ী হিসাবে উত্তরদাতা নং ৫-এর নিয়োগের প্রস্তাবটি অনুমোদন করেছেন ০৬.০৬.২০২২ তারিখে । হাজারপুর, পোস্ট-কুলি, পি. এস.-ফারাক্কা, তার মৃত শ্যালক প্রয়াত রথীন্দ্র দাসের পরিবর্তে জঙ্গিপুর মহকুমার অধীনে একটি বিশেষ মামলা হিসাবে দুর্দশাগ্রস্ত পরিবারকে বাঁচানোর জন্য এবং তবে, এটি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল যে এই মামলাটিকে অগ্রাধিকার হিসাবে দেখানো উচিত নয়। রথীন্দ্র নাথ দাস, প্রাক্তন এমআর ডিলার যিনি ১৯.০৪.২০২১-এ মারা গিয়েছিলেন এবং এমআর ডিলারের শূন্যস্থান তৈরি করা হয়েছিল। এটি স্বীকৃত সত্য যে রথীন্দ্রনাথ দাসের স্ত্রী অপরাজিত দাস তাঁর মৃত্যুর আগে ২১.০৭.২০১৭-এ মারা গিয়েছিলেন। যেহেতু তাঁরা কোনও সমস্যা ছাড়াই ছিলেন, তাই পরিবারের কোনও সদস্য ও তাঁদের উপর নির্ভরশীল ছিলেন না। ফলস্বরূপ, পশ্চিমবঙ্গ গণবন্টন ব্যবস্থা (রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ) আদেশ ২০১৩-এর সময়ে সময়ে সংশোধিত বিধান অনুসারে যোগ্য অভিপ্রায় ব্যক্তিদের কাছ থেকে উক্ত এম. আর ডিলারের শূন্যপদ পূরণ করা প্রয়োজন ছিল। আবেদনকারী এম. আর ডিলারের বাগদান প্রক্রিয়ায় যোগ্য অভিপ্রায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন, তবে পিছনের দরজার ব্যবস্থা এবং বিশেষ ক্ষেত্রে সহানুভূতিশীল ভিত্তিতে এম. আর ডিলার হিসাবে উত্তরদাতা নং ৫-এর নিযুক্তির কারণে আপনার আবেদনকারী সহ অভিপ্রায় যোগ্য ব্যক্তিরা ছিলেন বাগদান প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত।

উক্ত নমিতা দাস, উত্তরদাতা নং আইনের বিধান অনুসারে নির্ভরশীল বা পরিবারের সদস্যদের আওতায় আসেননি। উত্তরদাতা নং.৫-এর আবেদনের ভিত্তিতে, উত্তরদাতা নং ৪ প্রধান পরিদর্শক (এফ এবং এস) জঙ্গিপুরকে তার আর্থিক ক্ষমতা এবং সহানুভূতিশীল ক্ষতির পরিবর্তে এম. আর ডিলার হিসাবে নিযুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য মানদণ্ড সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। চিফ ইন্সপেক্টর (এফ এবং এস) জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ তার তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন ১৫.১১.২০২১ তারিখের। উক্ত প্রতিবেদনটি উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করা হয়েছিল। উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষ, ডেপুটি দ্বারা জারি করা মেমো নং ৭১০/এফ এম আর/১৩এল -৩৪/১৪ (পার্ট) তারিখের তদন্ত প্রতিবেদনটি যথাযথ বিবেচনা করার পরে।ডি. ডি. পি. অ্যান্ড এস-এর ডিরেক্টর লাইসেন্স ডি. টি. সি জানিয়েছিলেন যে, ডি. ডি. পি. অ্যান্ড এস-এর ডিরেক্টর শ্রীমতি নমিতা দাসের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছেন যে, আবেদনকারী সময়ে সময়ে সংশোধিত ডব্লিউ. বি. পি. ডি. এস (এম. অ্যান্ড সি) আদেশ, ২০১৩-এ সংজ্ঞায়িত "পরিবারের সদস্য"-এর আওতায় না আসায় তাঁর মৃত শ্যালকের জায়গায় সহানুভূতিশীল ভিত্তিতে এফ. পি. এস ব্যবসায়ী হিসাবে নিয়োগের জন্য। অতএব, তাঁকে জাঙ্গিপুর মহকুমার অধীনে হাজারপুর গ্রামের পি. ও. কুলি, পি. এস. ফারাক্কা-তে এফ. পি. এস-এর ফলস্বরূপ শূন্যপদের ঘোষণার জন্য এগিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করা হয়েছিল। উপরোক্ত মেমো জারি করার পরে আপনার আবেদনকারী সহ ইচ্ছুক প্রার্থীরা উক্ত এম. আর ডিলারশিপের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে প্রস্তুত ছিলেন।উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষ অবশ্য হাজারপুর, পি. ও. কুলি, পি. এস. ফারাক্কা গ্রামে এফ. পি. এস-এর এই ধরনের শূন্যপদ ঘোষণা না করেই জাঙ্গিপুর মহকুমার অধীনে ডি. ডি. পি. অ্যান্ড এস-এর ডিপিটি ডিরেক্টর (লাইসেন্স) ডি. টি. সি হঠাৎ করে ১০.০৬.২০২২ তারিখের আরেকটি মেমো জারি করে এবং এর মাধ্যমে অবহিত করে যে ডিরেক্টর, ডি. ডি. পি. এবং এস. -এ শ্রীমতীর যোগদানের প্রস্তাব অনুমোদন করেছিল

নমিতা দাস (উত্তরদাতা নং ৫) তার মৃত শ্যালক প্রয়াত রথীন্দ্র নাথ দাসের জায়গায় সহানুভূতিশীল ভিত্তিতে এফপিএস ডিলার হিসাবে দুর্দশাগ্রস্ত পরিবারকে বাঁচানোর জন্য বিশেষ মামলা হিসাবে এবং যাইহোক, এটি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল যে এই মামলাটিকে অগ্রাধিকার হিসাবে দেখানো উচিত নয়। এই ধরনের এনগেজমেন্ট মেমোতে উল্লিখিত আদেশ থেকে দেখা গেছে যে শ্রীমতী নমিতা দাস (উত্তরদাতা নং ৫) মেমো নং .২৭০ (ই)/ডিসিএফএস/এমএসডি/২০২২ তারিখের একই প্রস্তাবের ভিত্তিতে নিযুক্ত ছিলেন যা আগে মেমো ভিডিও নং.৭১০/এফ এম আর /১৩এল -৩৪/১৪ (পার্ট) তারিখ ১০/০৩/২২ দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। উত্তরদাতা নং ২ এর পূর্ববর্তী মেমো থেকেও এটি স্পষ্ট ছিল যে ১০.০৩.২০২২ তারিখের প্রত্যাহার করা হয়েছিল বা বাতিল করা হয়নি। তবে, প্রত্যর্থী কর্তৃপক্ষ আইনের বিধানের বাইরে পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তটি পর্যালোচনা করে। প্রত্যর্থী কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপটি সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি "নিমো জজ ইন কৌসা সুয়া"-র সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে পরিচালক তাঁর নিজের কারণে একজন বিচারক হয়েছিলেন এবং আইনের বিধানের বাইরে পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তটি পর্যালোচনা করেছিলেন। প্রত্যর্থী নং ৫-এর নিয়োগ অনুমোদিত হয়েছিল যখন তিনি আইনের বিধানের বিরুদ্ধে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের সহায়িকার মতো চাকরিতে ছিলেন। এই ধরনের পদক্ষেপ সংশোধন করার জন্য প্রত্যর্থী কর্তৃপক্ষ তাকে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের সহায়িকার উক্ত পদ থেকে পদত্যাগ করার পরামর্শ দেয়। তদনুসারে, প্রত্যর্থী নং ৫-এর পদত্যাগের জন্য একটি কার্যধারা তৈরি করা হয়েছিল।আইনের বিধান অনুসারে, ৫ নং উত্তরদাতা এম আর ডিলারের সরাসরি নিযুক্তির ক্ষেত্রে যোগ্য ছিলেন না কারণ তিনি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার অধীনে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের "মুখ্য সহায়িকা" হিসাবে এককালীন কর্মচারী ছিলেন। মানদেয়ার পরিমাণ প্রতি মাসে ১০,০০০/- টাকার বেশি। তাই তিনি দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থাতে ছিলেন না। যাতে উত্তরদাতা নং ৫-এর মামলাটি বিবেচনা করা যেতে পারে বিশেষ ক্ষেত্রে।

৩. রাজ্যের উত্তরদাতাদের পক্ষ থেকে উপস্থিত জ্ঞানী আইনজীবী নিম্নরূপ বক্তব্য পেশ করেছেন । আবেদনকারী নিজেকে যোগ্য প্রার্থী বলে দাবি করেছেন। মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মহকুমার অন্তর্গত হাজারপুর গ্রামে, পি. ও. কুলি, পি. এস. এবং ব্লক ফারাক্কা-তে (এখানে উল্লিখিত এলাকা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এম. আর. ডিলারশিপের জন্য। একজন রথীন্দ্র নাথ দাস ছিলেন এফ. পি. এস লাইসেন্সধারী, যিনি লাইসেন্স নম্বরঃ এম. ইউ. আর-জে. এন. জি. পি-এফ. আর. কে-ডব্লিউ. বি০৩৩৩৮৭৩৩২। উক্ত রথীন্দ্র নাথ দাস মৃত্যুবরণের সময় মারা যান এবং মৃত্যুর বিষয়ে জানানো হলে, উত্তরদাতা ৪ নম্বর ভিডিও মেমোতে নিকটতম সুবিধাভোগীদের ট্যাগ করেন। এফ. পি. এস-এ রথীন্দ্র নাথ দাস বলেছিলেন যে, রথীন্দ্র নাথ তাঁর বিধবা সন্তান ছিলেন। উক্ত রথীন্দ্র নাথ দাসের মৃত্যুর ৪৫ দিনের মধ্যে, ব্যক্তিগত উত্তরদাতা অর্থাৎ মৃত ব্যবসায়ীর শ্যালিকা শ্রীমতী নমিতা দাস সহানুভূতির ভিত্তিতে এফপিএস ডিলারশিপ লাইসেন্সের জন্য ফর্ম সি-তে আবেদন করেছিলেন। মৃত ব্যবসায়ী রথীন্দ্র নাথ দাসের একমাত্র ভাই এবং ব্যক্তিগত উত্তরদাতার স্বামী অশোক কুমার দাসও ১৫.১১.২০২১ প্রধান পরিদর্শক (খাদ্য ও সরবরাহ) একটি তদন্ত করেছিলেন,

জাঙ্গিপুরে। উক্ত তদন্তের পরিপ্রেক্ষিতে, জাঙ্গিপুরের প্রধান পরিদর্শক (খাদ্য ও সরবরাহ) একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছিলেন যেখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল যে ব্যক্তিগত উত্তরদাতা তার গ্রামের (শিশু শিক্ষা কেন্দ্র (এখানে "এস. এস. কে" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) কেন্দ্রে একজন সহায়ক ছিলেন। প্রতিবেদনে আরও স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল যে ব্যক্তিগত উত্তরদাতা মৃত ব্যবসায়ীর শ্যালিকা ছিলেন। তবে, শুধুমাত্র মানবিক ভিত্তিতে, ব্যক্তিগত উত্তরদাতার মামলাটি অনুমোদনের জন্য বিবেচনার জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল। ফলস্বরূপ, ১০.০৩.২০২২-এ, বেসরকারী উত্তরদাতার আবেদনটি উপ-পরিচালক (লাইসেন্স) দ্বারা বাতিল করা হয়েছিল, মেমো তারিখ ১০.০৩.২০২২-এর মাধ্যমে, কারণ ডাব্লু. বি. পি. ডি. এস নিয়ন্ত্রণ আদেশ ২০১৩-এর ধারা ২ (এম)-এর অর্থের মধ্যে পরিবারের সংজ্ঞায় শ্যালিকাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ২৬.০৫.২০২২-এ, বেসরকারী উত্তরদাতা সহানুভূতির ভিত্তিতে এফ. পি. এস ডিলারের জন্য তার আবেদন পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করেছিলেন। এরপরে ১০.০৬.২০২২-এ, উপ-পরিচালক (লাইসেন্স) বেসরকারী উত্তরদাতার আবেদনটিকে দুর্দশাগ্রস্ত পরিবারকে বাঁচানোর জন্য একটি বিশেষ মামলা হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন, যা কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে অপ্রত্যাশিত প্রাণহানির মুখে পড়েছিল। তদনুসারে, ২১.০৭.২০২২-এ,ব্যক্তিগত উত্তরদাতার পক্ষে সহানুভূতিশীল ভিত্তিতে এফপিএস লাইসেন্স জারি করা হয়েছিল, বিভাগের সিদ্ধান্তের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মেমো তারিখের ১০.০৬.২০২২। ব্যক্তিগত উত্তরদাতার পক্ষে এফপিএস লাইসেন্স দেওয়ার সময়, উত্তরদাতা নং ৪ নিজেকে সন্তুষ্ট করেছিলেন যে ব্যক্তিগত উত্তরদাতা যথাযথভাবে একটি তদন্ত পরিচালনা করে এস. এস. কে-এর সহায়ক হিসাবে পদত্যাগ করেছেন। এইভাবে, রিট পিটিশনে অভিযোগ করা হয়েছে যে ব্যক্তিগত উত্তরদাতা একজন সুতরাং, রিট পিটিশনে যে অভিযোগ করা হয়েছে যে বেসরকারী বিবাদী একজন ধনী ব্যক্তি ছিলেন তার কোন যোগ্যতা নেই।

প্রাণঘাতী কোভিড-১৯ মহামারীর ক্ষেত্রে যে অস্বাভাবিক, অদ্ভুত এবং অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল তার ভিত্তিতে সম্পূর্ণরূপে মামলাটি বিবেচনা করা হয়েছিল। সহানুভূতিশীল পদ্ধতিতে কল্যাণ রাষ্ট্রের পদক্ষেপটি কোনও সাধারণ নিয়ম ছিল না, তবে এটি একটি ব্যতিক্রম ছিল এবং উপরে বর্ণিত অদ্ভুত পরিস্থিতিতে সীমাবদ্ধ ছিল। উত্তরদাতার পক্ষে সর্বাগ্রে বিবেচনা করা হয়েছিল যে মৃত ব্যবসায়ীর পরিবারের একমাত্র বেঁচে থাকা সদস্য যাতে কোনও আর্থিক কষ্ট না ভোগ করেন তা নিশ্চিত করা। মৃত কর্মচারীর পরিবারের সদস্যদের সহানুভূতিশীল ভিত্তিতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া, যারা বিদ্যমান নিয়ম ও নীতি অনুসারে "নির্ভরশীল" শব্দের আওতায় আসে না, ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণরূপে শোনা যায়নি। (২০১৬) ১২ এস. সি. সি ৩৪২-এ রিপোর্ট করা এম. ডি. জামিল আহমেদ বনাম বিহার রাজ্য ও অন্যান্যদের ক্ষেত্রে প্রদত্ত সিদ্ধান্তে, সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল যে, আবেদনকারী মৃত ব্যক্তির একমাত্র ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হওয়ায় পরিবারে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া যেতে পারে এবং এটিও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে পরিবারের প্রয়োজনের সময় মৃত ব্যক্তির পরিবারকে সহায়তা করার জন্য একটি কল্যাণমূলক রাজ্য হিসাবে রাজ্য কর্তৃক নেওয়া সিদ্ধান্তটি উপযুক্ত ছিল। মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট নিশ্চিত করেছে যে অদ্ভুত পরিস্থিতিতে যদিও বিদ্যমান নিয়ম ও নীতির অধীনে নির্ভরশীলের সংজ্ঞার অধীনে না আসা কোনও ব্যক্তিকে সহানুভূতির ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে এবং রাষ্ট্রের পক্ষে সর্বাগ্রে বিবেচনা করা হবে মৃত পরিবারের বেঁচে থাকা সদস্যদের আর্থিক কষ্ট দূর করা। অধিকন্তু, প্রাইভেট রেসপন্ডেন্ট একজন এফপিএস ডিলার হিসাবে নিয়োগ পাওয়ার জন্য এস এস কে -এর একজন হেল্পার হিসাবে তার আগের পদটি ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং উত্তরদাতারা সেই অনুযায়ী ব্যক্তিগত উত্তরদাতাকে এফপিএস ডিলার হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন যা তিনি কভিড-১৯ এর কারণে যে অসাধারণ এবং অপ্রত্যাশিত ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন তা বিবেচনা করে পৃথিবীব্যাপী।

সুতরাং, ব্যক্তিগত উত্তরদাতার নিয়োগ বাতিল করা কেবল একজন যোগ্য নাগরিকের কল্যাণে উত্তরদাতার গৃহীত নীতিগত সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপের সমান হবে না, বরং ব্যক্তিগত উত্তরদাতার জন্যও দ্বিগুণ বিপদের সমান হবে কারণ তিনি এক বছরেরও বেশি সময় আগে তাঁর পদত্যাগপত্র গৃহীত হওয়ার পরে এস. এস. কে-এর সহায়তার আগের পদে ফিরে আসতে পারবেন না। মান্যুয়েলসনস হোটেলস প্রাইভেট লিমিটেডের সুপ্রিম কোর্ট। কেরালা রাজ্য এবং অন্যান্যরা (২০১৬) ৬ এস. সি. সি. ৭৬৬-এ রিপোর্ট করেছেন যে প্রতিশ্রুতি স্থগিতকরণ একটি স্বাধীন পদক্ষেপের ভিত্তি হতে পারে যেখানে ক্ষতির প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই। অনুরূপ বিষয়টি ভারতের সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া ভি. ভি. এফ লিমিটেডের সাথে মোকাবিলা করা হয়েছিল এবং অন্যটি (২০২০) ২০ এস. সি. সি ৫৭-এ রিপোর্ট করা হয়েছিল। সবশেষে, রিট আবেদনকারীর শূন্যপদ ঘোষণার দাবি করার বা উক্ত শূন্যপদে এফ. পি. এস ব্যবসায়ী হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার কোনও অযৌক্তিক অধিকার ছিল না কারণ পূর্ববর্তী এফ. পি. এস ব্যবসায়ী রথীন্দ্র নাথ দাসের মৃত্যুর পরে নতুন শূন্যপদটি কখনই অবহিত করা হয়নি। সুতরাং, আবেদনকারীর পক্ষে কোনও অধিকার অর্জিত হয়নি। আবেদনকারী একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের দ্বারা একই দিনে তার পরিবারের উভয় উপার্জনকারীর মৃত্যুর কারণে বেসরকারী উত্তরদাতার তীব্র কষ্ট লাঘব করার জন্য নেওয়া সিদ্ধান্তকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছিলেন। উপরন্তু, একদিকে আবেদনকারী বলেছিলেন যে আবেদনকারী একজন বেকার যুবক এবং এইভাবে রিট পিটিশন দায়ের করেছিলেন এবং অন্যদিকে রিট আবেদনকারীকে নিশ্চিত করেছেন নিজেকে একটি ব্যবসার সাথে জড়িত বলে বর্ণনা করে।

৪. উত্তরদাতা নং ৯৫-এর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান উকিল নিম্নরূপ জমা দিয়েছেন। ভারতের সংবিধানের ৩৮ নং অনুচ্ছেদের অধীনে জনগণের কল্যাণের প্রচারের জন্য একটি সামাজিক শৃঙ্খলা সুরক্ষিত করা রাষ্ট্রের কর্তব্য ছিল। মৌলিকভাবে, রাষ্ট্রের কর্তব্য ছিল কেবল তার জনগণকে সুরক্ষিত ও রক্ষা করা নয়, বরং এটি নিশ্চিত করা যে তার কল্যাণ কার্যকরভাবে একটি সামাজিক শৃঙ্খলার আকারে তার জনগণের কাছে পৌঁছাবে। ২০১৫ সালের ৫ নং এস. সি. সি ৮১৩-এ মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট কল্যাণ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যগুলি বিবেচনা করে এবং স্যালাস পপুলাই সুপ্রিমা লেক্স অর্থাৎ জনগণের কল্যাণকে সর্বোচ্চ আইন হিসাবে বহাল রাখে। মাননীয়া সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র এমন একটি রাষ্ট্র, যা তার ভূখণ্ডের মধ্যে বসবাসকারী সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সর্বাধিক সুখ নিশ্চিত করতে চায়। একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রকে অবশ্যই একটি শালীন জীবনযাপনের জন্য সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে হবে, বিশেষত দরিদ্র, সপ্তাহ, বৃদ্ধ এবং প্রতিবন্ধীদের। ভারতের সংবিধানের ৩৮ এবং ৩৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে রাজ্যকে অবশ্যই রাজ্যের জনগণের কল্যাণের জন্য বিশেষত যুবক, বৃদ্ধ, মহিলা এবং সমাজের তুলনামূলকভাবে দুর্বল অংশের কল্যাণে প্রচেষ্টা করতে হবে।জনগণের সুখ ছিল একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র এক হওয়ার যোগ্য হবে না যদি না এটি এটি অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা করে। সুপ্রিম কোর্ট (২০১৬) ১২ এস. সি. সি ৩৪২-এ কার্যকরভাবে বলেছিল যে, একটি বিশেষ তথ্য এবং অদ্ভুত পরিস্থিতিতে, নির্ধারিত নিয়মগুলিতে ন্যূনতম বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও রাজ্য তার কার্যক্রমে ন্যায়সঙ্গত হতে পারে। সহানুভূতিশীল নিয়োগের মূলনীতি নির্ধারিত আইনের ব্যতিক্রম হিসাবে ভালভাবে স্থির করা হয়েছিল এবং একটি নির্দিষ্ট তথ্য ও পরিস্থিতিতে রাজ্যটি একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র হওয়ার জন্য কোনও ভুল হতে পারে না।অনুকম্পামূলক নিয়োগের নীতিটি নির্ধারিত আইনের ব্যতিক্রম হওয়ার জন্য ভালভাবে স্থির করা হয়েছিল এবং বিশেষ ঘটনা এবং পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের পক্ষে একটি বিশেষ মামলাকে তার বিশেষ প্রকৃতির সামগ্রিকতার ভিত্তিতে একটি বিশেষ মামলা হিসাবে বিবেচনা করা কল্যাণকারী হিসাবে কোনও ভুল হতে পারে না। পরিস্থিতি এবং জনগণের কষ্ট প্রশমিত করার জন্য একটি ব্যতিক্রমী নিয়মের একটি ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে এর ক্রিয়াকলাপকে ন্যায্যতা দেওয়ার প্রয়োজন অনুসারে তৈরি করা।

যে স্বীকৃত তথ্যগুলি অস্বীকার করা যেতে পারে যে রথীন্দ্রনাথের মৃত্যুর সময় তাঁর কোনও নিকটবর্তী ছিল না, কেবলমাত্র নমিতা এবং তাঁর দুই কন্যা ছাড়া এবং যারা কেবল তাঁর নির্ভরশীল আত্মীয়ই ছিলেন না, বরং বিশেষ এবং নির্দিষ্ট তথ্য বিবেচনা করে বিস্তৃত অর্থে উক্ত রথীন্দ্রনাথের পরিবারের সদস্য হিসাবেও বিবেচিত হতেন। সংবিধানের ১৪ নং অনুচ্ছেদ যদিও শ্রেণী আইন নিষিদ্ধ কিন্তু যুক্তিসঙ্গত শ্রেণিবিন্যাস নয়। নির্ভরশীল ব্যক্তি এমন একজন ব্যক্তি হবেন যিনি তার বেঁচে থাকার জন্য সম্পূর্ণরূপে কোনও ব্যক্তির উপার্জনের উপর নির্ভরশীল ছিলেন, যার ক্ষেত্রে, যদি তাকে নিয়োগ করা হয়, তবে তার নিয়োগের মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদের যত্ন নেওয়ার সম্ভাবনা ছিল। 'নির্ভরশীল পরিবারের সদস্য' হিসাবে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের শ্রেণীবদ্ধ করা রাষ্ট্রের পক্ষে অনুমোদিত ছিল তবে, এই ধরনের শ্রেণিবিন্যাসের অনুশীলনে, কোনও নির্ভরশীল শ্রেণিকে যুক্তিসঙ্গত যৌক্তিকতা ছাড়াই বাদ দেওয়া হয়নি তা নিশ্চিত করার জন্য যত্ন নিতে হবে। বাদ দেওয়া, যদি চ্যালেঞ্জ করা হয়, অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত শ্রেণিবিন্যাসের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। ২০১৭ এস. সি. সি অনলাইন ক্যাল ১৩১২১-এ উল্লেখ করা যেতে পারে। এই হাইকোর্টের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ নথিভুক্ত করেছে যে, সহানুভূতিশীল নিয়োগ সম্পর্কিত আইনটিকে কার্যনির্বাহীর একটি কাজ হিসাবে দেখা হয়েছিল যে এটি একটি নীতিগত বিষয় হিসাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত যে এটি কীভাবে সর্বোত্তমভাবে তৈরি করা যেতে পারে তাদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য। ২০২৩ সালে এস. সি. সি অনলাইন ক্যাল ৩৬২ এই আদালতের মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চ 'সহানুভূতিশীল নিয়োগ'-এর সুযোগ এবং দিক বিবেচনা করা হয় যে নির্ভরতার প্রশ্নটি আলাদা অর্থ বহন করা উচিত, নিজের বেঁচে থাকার জন্য কোনওভাবে ব্যবস্থা করার প্রশ্ন থেকে।

প্রতিশ্রুতিমূলক এস্টোপেলের মতবাদ আকৃষ্ট হবে কারণ উত্তরদাতা নং ৫ গ্রাম পঞ্চায়েতে তার পদত্যাগ ইস্যু করে উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষের আশ্বাসের উপর নির্ভর করে তার অবস্থান পরিবর্তন করেছিল।

৫. আমি পক্ষগুলির জন্য বিজ্ঞ কৌঁসুলিদের কথা শুনেছি এবং রিট পিটিশন, হলফনামা এবং জমা দেওয়ার লিখিত নোটগুলি পর্যবেক্ষণ করেছি।

৬. রিট পিটিশনটি সরানোর জন্য শুরুতে একজনকে বর্তমান আবেদনকারীর অবস্থানের প্রশ্নটি অন্বেষণ করতে হবে। যেহেতু শূন্যপদ কখনই অবহিত করা হয়নি, তার ডিলারশিপের জন্য আবেদন করার কোনো সুযোগ ছিল না। অতএব, কঠোরভাবে বলতে গেলে, ডিলার হিসাবে অন্য ব্যক্তির সহানুভূতিশীল নিয়োগকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য আবেদনকারীর কোন অদম্য অধিকার ছিল না।এটি একটি জনস্বার্থ মামলাও নয়। এই আদালত আবেদনকারীর লোভনীয় অভিলাষের কাছে পান্ডার করতে পারে না, যারা কোনো অর্জিত অধিকার ছাড়াই অত্যন্ত ব্যতিক্রমী এবং দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতিতে একজন সহ-গ্রামবাসীকে দেওয়া সহানুভূতিশীল নিয়োগের সুবিধা শূন্য করতে চায়।

৭. গুণগত দিক থেকে, এটি একটি স্বীকৃত অবস্থান যে যেহেতু ৯৫ নম্বর উত্তরদাতা পরিবারের কোনও সদস্যের আওতায় আসেননি, তাই তিনি তার শ্যালকের মৃত্যুতে ডিলারশিপের জন্য সহানুভূতিশীল অ্যাপয়েন্টমেন্টের যোগ্য ছিলেন না, যিনি একজন বিধবা ছিলেন এবং যার কোনও সন্তান ছিল না। তবে, দুঃখজনক এবং বিশেষ পরিস্থিতি হস্তক্ষেপ করেছিল যে পুরো পরিবারটি পূর্ববর্তী ডিলারের আয়ের উপর নির্ভর করত এবং কোভিড-১৯ মহামারীর উচ্চতায় প্রাক্তন ডিলার এবং তার ভাই উভয়ই ১৯.০৪.২০১৯-এর উপর নির্ভর করত, যিনি ৫ নম্বর উত্তরদাতার স্বামী কোভিড-১৯-এ মারা গেছেন।

৮. যদিও প্রাথমিকভাবে ব্যক্তিগত উত্তরদাতার আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল, পরবর্তীকালে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি এবং উত্তরদাতা নং ৯ এর দুর্দশার কথা বিবেচনা করে এককালীন ব্যতিক্রম হিসাবে পর্যালোচনার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

৯. রাজ্যটি যথাযথভাবে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে মহম্মদ জামিল আহমেদকে (সুপ্রা) অভিযুক্ত করেছে। এইভাবে, পরিবারের সদস্যদের যারা কঠোরভাবে 'নির্ভরশীল' এর পরিধির মধ্যে আসছেন না তাদের ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে সহানুভূতিশীল নিয়োগ প্রদানের কথা শোনা যায় না।

১০. সরকারি অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে বিবেচনার বিষয় হওয়া উচিত রাজ্য ও তারজনগণের কল্যাণ এবং এর ভিত্তি হওয়া উচিত নয় প্রাথমিকভাবে অন্যায্য বা অদ্ভুত বা কৌতুহলী হতে পারে।

১১. প্রকৃতপক্ষে, উপরে বর্ণিত বিরলতম ক্ষেত্রে উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপ অনুচ্ছেদ ভারতের সংবিধানের ৩৮ এবং ৩৯ এর বিধানগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১২. শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে সহায়িকা হিসেবে কাজ করা নিশ্চয়ই এমন কর্মসংস্থান নয় যা একটি এফপিএস ডিলারশিপ চালানোর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। এছাড়াও, প্রতিশ্রুতিমূলক এস্টপেলের একটি উপাদান আসছে কারণ উত্তরদাতা নং ৫ এই ধরনের ডিলারশিপ এর চাকরি থেকে পদত্যাগ করেছেন

১৩. উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, আমি রিট পিটিশনে কোনও যোগ্যতা খুঁজে পাই না।

১৪. তদনুসারে, এটি খারিজ করা হয়।

১৫. তবে, খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

১৬. এই রায়ের জরুরী ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত কপিগুলি সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে, পক্ষগুলির জন্য বিজ্ঞ আইনজীবীদের কাছে বিতরণ করা যেতে পারে।

(বিচারপতি, জয় সেনগুপ্ত)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly